بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"আল্লাহতাআলা তাঁর বান্দাদের এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকের সন্তানদের ও সন্তানের সন্তানদের এবং তাদের বংশধরদেরও নিরাপত্তা প্রদান করে থাকেন এবং তাদের উপর আশিস বর্ষণ করেন কিন্তু শর্ত এই যে সেই সন্তান এবং বংশধরও যেন পুণ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)এর পুস্তকাবলী বিশেষ ভাবে পাঠ করায় আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে সেগুলি হতেই আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং আমাদের প্রচারের বা তবলীগে আগ্রহ সৃষ্টি হবে, আমাদের জ্ঞানে বরকত বা কল্যাণলাভও হবে এবং বিশ্বকে আমরা ইসলামের পতাকাতলে আনার উপযুক্ত হবো।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৫ই জানুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- আল্লাহতাআলা তাঁর ওলীদের বা বন্ধুদের এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকের সন্তানদের ও সন্তানের সন্তানদের এবং তাদের বংশধরদেরও নিরাপত্তা প্রদান করে থাকেন এবং তাদের উপর আশিস বর্ষণ করেন কিন্তু শর্ত এই যে সেই সন্তান এবং বংশধরও যেন পুণ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর উদাহরণস্বরূপ হযরত আলী (রাঃ)এর সম্পর্কে বলেন যে,- দেখো! আঁ হযরত (সাঃ) যখন নিজ ভাববাদীতার প্রারম্ভিককালে নিজ গোত্রের মানুষদের সত্যবাণী পৌঁছানোর জন্য নিমন্ত্রণ করলেন, তিনি ইসলামের বার্তা পৌঁছালেন তখন সমস্ত সভা নিরব দর্শকে পরিণত হল, সবাই নিস্তব্ধ থেকে গেলো কোন উত্তর করল না। অবশেষে হযরত আলী দন্ডায়মান হলেন আর বললেন, যদিও আমি বয়সে সবার ছোট তাদের মাঝে যারা এখানে এই সভায় উপস্থিত আছেন, কিন্তু আপনি যে কথাগুলি বললেন, আমি আপনাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত আছি এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে সর্বদা সমর্থনে থাকবো।' যাইহোক এর পর মক্কায় বিরোধীতা চরমে পৌঁছায়, আঁ হযরত (সাঃ)কে হিজরত বা দেশান্তর হতে হয়, সেই সময় হযরত আলীকেই আল্লাহতাআলা ত্যাগের সৌভাগ্য প্রদান করেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) হযরত আলীকেই নিজ বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন আর বললেন যে,- তুমি এখানে শুয়ে থাকো যাতে শত্রুরা তোমাকে শায়িত দেখে অবিশ্বাসীরা মনে করে যেন আমি শুয়ে আছি। সেই পরিস্থিতিতে হযরত আলী এ কথা বললেন না যে, ইয়া রসুলূল্লাহ! শত্রু বাহিরে ঘেরাও করে নিয়েছে, প্রভাতে যখন তারা জানতে পারবে তখন অসম্ভব কিছুই নেই যে, তারা আমাকে হত্যা করে ছাড়বে বরং বড়ই প্রসন্নচিত্তে হযরত আলী তাঁর (সাঃ) এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং প্রভাতে যখন কাফেররা জানতে পারলো তখন তারা হযরত আলীকে ভীষণভাবে মারে, কোনও প্রকারে ততক্ষণ আঁ হযরত (সাঃ) মক্কা হতে বাহির হতে সক্ষম হন। হযরত আলীর এই ত্যাগস্বীকার তাঁকে পরবর্তীতে কি পরিমাণে পুরস্কাররাজিতে ভূষিত করেছিলেন। ঐ সময় কেবলমাত্র খোদাতাআলাই জ্ঞাত ছিলেন যে তাঁকে এই ত্যাগের পরিবর্তে কি পরিমাণে ফললাভ হবে এবং কেবল হযরত আলীই নন বরং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর (আঃ)এর সন্তানদের এবং তাঁর বংশকে আল্লাহতাআলা সম্মানে ভুষিত করবেন। হযরত আলীর উপর প্রথম কৃপাস্বরূপ তো আল্লাহতাআলা বলেন যে, তোমাকে আঁ হযরত (সাঃ)এর জামাতারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এরপর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হযরত আলীর বিভিন্ন কর্মের জন্য আঁ হযরত (সাঃ)এর বড়ই প্রশংসাপ্রাপ্তি হয়। এক সময় আঁ হযরত (সাঃ) যুদ্ধের জন্য বাহিরে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আলীকে মদীনায় অবস্থানের আদেশ দান করেন। হযরত আলী বললেন যে,- ইয়া রসুলূল্লাহ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন। তিনি (সাঃ) প্রত্যুত্তরে বলেন যে,- হে আলী! তুমি কি তুলনার নিরিখে এটি পছন্দ কর না যে, তোমার প্রতি আমার নিকট সেই মর্যাদা হোক যে মর্যাদা ছিল হারুণের প্রতি মুসার। হযরত মুসা হারুনকে পশ্চাতে ছেড়ে যান তাতে হারুণের সম্মান এতটুকুও হ্রাস পায়নি। সুতরাং হযরত আলীর (রাঃ)ও আল্লাহতাআলা সম্মান এভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং শুধু তাঁর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ইসলামে যত ওলীআল্লাহ ও সুফীগণ গত হয়েছেন তাঁরা হযরত আলীর সন্তানের মধ্য হতেই আছেন বা ছিলেন এবং সেই সকল ওলীআল্লাহগণকেও আল্লাহতাআলা অলৌকিক চিহ্নাবলী ও সমর্থন দ্বারা ভুষিত করেছেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট হতে আমি একটি ঘটনা শুনেছিলাম যে,- হারুণ আল রশীদ ইমাম মুসা রেজাকে কোনও কারণে বন্দী করেন এবং তাঁর হাত ও পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়। হারুণ আল রশীদ নিজ প্রাসাদে প্রসন্নের সহিত গদির উপর শায়িত ছিলেন এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখেন যে,-রসূল করীম (সাঃ) আগমন করেছেন এবং তাঁর (সাঃ) এর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন যে,- হারুণ আল রশীদ! আমার সহিত ভালবাসার দাবী তো তুমি করো কিন্তু তোমায় লজ্জাবোধ হয় না যে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আরামদায়ক গদিতে গভীর নিদ্রাযাপন করছো এবং আমার পুত্র এই তীব্র গরমে হাত পা বদ্ধ

অবস্থায় কারাগারে পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে হারুণ আল রশীদ অস্থীরভাবে উঠে বসে এবং কারাগারে গমন করে ও ইমাম মুসা রেজার হাত ও পায়ের দড়ি স্বয়ং খুলে দেয়। তিনি হারূণ আল রশীদকে বলেন যে,- আপনি আমার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তবে এমন কি হোল যে স্বয়ং এখানে উপস্থিত হলেন? হারূণ আল রশীদ সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করলেন আর বললেন যে,- আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, আমি প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পারি নি। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এবার দেখুন, সেই যুগ এবং রসূল করীম (সাঃ) ও হযরত আলীর যুগের মধ্যে কত বিশাল ব্যবধান ছিল। আমরা কত সম্রাটের প্রজন্মকে দেখেছি যে তারা বাস্তুচ্যুত অবস্থায় দিশাহারা ফিরছে। অপরদিকে হযরত আলী (রাঃ)র বংশধরদের যে বহু প্রজন্ম পার হওয়া সত্ত্বেও খোদাতাআলা এক বাদশাহকে স্বপ্নে ভীতসন্ত্রস্থ বা সতর্ক করে এবং তাঁর প্রতি নম্র আচরণের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যদি হযরত আলী (রাঃ) এই সম্মানের কথা জ্ঞাত থাকতেন বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন এবং শুধুমাত্র এই সম্মানলাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করতেন তবে তাঁর সেই বিশ্বাস কেবলমাত্র লেনদেন ও কেনাবেচার পর্যায়ে থেকে যেত কোনপ্রকার পুরস্কারের যোগ্য থাকতেন না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে এক পুণ্যবানের বা খোদার ওলীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে,- তিনি এক তরীতে আরোহণ করছিলেন এবং সমুদ্রে তুফান এসে যায় এমনকি খুব শীঘ্রই তরী নিমজ্জিত হওয়ার উপসম হয়, সেই ওলীআল্লাহর প্রার্থনায় সকলে বেঁচে যায় এবং প্রার্থনাকালে সেই বুজুর্গের উপর ঐশীবাণী হয় যে, কেবল তোমার জন্য সকলকে রক্ষা করা হল। তিনি (আঃ) বলেন যে,- দেখো! এই মর্যাদা কেবল নিছক মুখের কথায় অর্জন করা যায় না বরং এর জন্য বহুল পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজন হয়, পূর্বপুরুষদের পুণ্যকর্মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। সুতরাং পুণ্যবানের উত্তরাধিকারী হওয়া, ওলীআল্লাহদের উত্তরাধিকারী হওয়া বুজুর্গদের উত্তরাধিকারী হওয়াও সেই সময় ফলপ্রসূ হবে যখন নিজেও পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহতাআলার সহিত সুসম্পর্ককারী হবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)র হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত কিছু আরও ঘটনা এবার আমি উপস্থাপন করবো। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বাজামাত বা ঐক্যবদ্ধভাবে নামাজ আদায়ের উপর সাবধানতা বিষয়ে বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নিকট নামাজ এত প্রিয় ছিল যে যখন কখনও অসুস্থতাবশত: তিনি মসিজদে আগমন করতে সক্ষম হতেন না এবং গৃহেই নামাজ আদায় করতে বাধ্য হতেন তখন আমার মাতা ও শিশুদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামাজ আদায় করতেন। কেবল নামাজই নয় বরং বা-জামাত বা দলবদ্ধভাবে নামাজ পড়তেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)স্বয়ং এক সময়ে বা-জামাত নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে,- আল্লাহতাআলার এটি আকাংখা যে সমস্ত মানবমন্ডলীকে একক আত্মায় পরিণত করা। এরই নাম গণতান্ত্রিক ঐক্য। তিনি (আঃ) বলেন যে,- ধর্মের তাৎপর্য্যও এটাই যে তসবিহ-এর দানাগুলির ন্যায় গণতান্ত্রিক ঐক্যের একমাত্র মালায় সবাইকে গেঁথে নেওয়া। ধর্ম সেটিই যা সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে দেয় এবং একতায় পরিণত করে। বলেন যে,- এই যে বা-জামাত নামাজ আদায় করা হয় সেটিও এই একতার জন্যই হয়ে থাকে যাতে সম্পূর্ণ নামাজিদের এক সত্তায় পরিগণিত করা হোক এবং পরস্পরের সহিত সমভাবে দন্ডায়মান হওয়ার আদেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যাতে যার নিকট অধিক জ্যোতি আছে সে অন্য দুর্বল জ্যোতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার জ্যোতি সঞ্চালিত করে শক্তিপ্রদান করে। অর্থাৎ এক কথায় নামাজীরা পরস্পরের ক্ষমতা বা শক্তি অর্জন করে। তিনি বলেন যে,- এই গণতান্ত্রিক ঐক্যকে সৃষ্টি করা বা তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার সূচনা আল্লাহতাআলা এইভাবে করেছেন যে, সর্বপ্রথমে এই আদেশ দান করেন যে, প্রত্যেক পাড়াপ্রতিবেশীরা পাঁচটি নামাজ বা-জামাত আদায়ের জন্য পাড়ার মসজিদে একত্রিত হয়ে পাঠ করে যাতে নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় বা স্বভাবের আদানপ্রদাণ সম্ভব হতে পারে এবং সকল আলোকবর্তিকা মিলে দুর্বলতা দূরিভূত করে এবং পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎলাভ বা পরিচিতি লাভ করে ভালবাসা সৃষ্টি করে। তিনি বলেন যে,- সাক্ষাৎ করা বা মেলামেশাতে প্রচুর উন্নতমানের ফল পাওয়া যায় কারণ এর ফলে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় যা কিনা একতার ভিত্তি। সুতরাং বা-জামাত নামাজের মাধ্যমে যেখানে মানুষকে ব্যক্তিগত ফললাভ হয়ে থাকে সেখানে সমষ্টিগত বা জামাতী উপকারিতাও আছে এবং যে ব্যক্তি নামাজগুলিতে উপস্থিত হয় না বা কিছু এমনও আছে যারা এসেও নিজেদের মাঝে মনমালিন্য-বিবাদগুলিকে দূরিভূত করে ভালবাসা ও সম্পর্ক সৃষ্টি করে না নামাজ তাদের কোন কাজে আসে না কারণ নামাজের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা আছে ইবাদত ছাড়া সেটি হোল পরস্পরের মাঝে একতা সৃষ্টি করা, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও প্রেম সৃষ্টি করা তা হয় না।

অতএব এই চিন্তার সহিত আমাদেরকে আমাদের নামাজের সুরক্ষাও করতে হবে এবং এই ধারণার সহিত মসজিদে যাওয়া উচিৎ যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহতাআলার সম্মুখে শীর্ষস্থানীয় নামাজ আদায়কারী হতে পারি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

নামাজ নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করে বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) শোনাতেন যে, একবার হযরত মাবিয়া প্রভাতে চোখ না খুললে এবং যখন চোখ খুললো তো দেখলেন যে নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতে তিনি সারাটা দিন অনুতপ্তে ক্রন্দন করতে

থাকেন। পরদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে নামাজের জন্য জাগরিত করছে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন তুমি কে? তখন সে বললো, আমি শয়তান, আর আমি তোমাকে নামাজের জন্য জাগ্রত করতে এসেছি। তিনি বললেন যে, তোর আবার নামাজের সহিত কি সম্পর্ক? সে বলল যে,- আমি তোমাকে ঘুমের জন্য সচেষ্ট করি, এবং তুমি ঘুমিয়ে থাকলে আর নামাজ পড়তে পারলে না। যার জন্য তুমি সমস্ত দিন ক্রন্দন করতে থাকো আর অনুতপ্ত ও চিন্তায় মগ্ন থাকো। খোদাতাআলা বলেন যে, তাকে বা-জামাত নামাজের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে পুণ্য দান করে দাও। শয়তান বললো যে,- আমি এই বিষয়ে অনেক শোকাভিভূত হই যে নামাজ হতে বঞ্চিত করলে তোমাকে আরও অধিক পুণ্য অর্জন হয়ে গেল। তাই আজ আমি তোমাকে জাগ্রত করতে এসেছি যাতে আজও যেন তুমি অধিক পুণ্য না অর্জন করে ফেলো। তাই তিনি (আঃ) বলেন যে,- শয়তান তখনই পিছু ছাড়ে যখন মানুষ তার কথার খন্ডনে দন্ডায়মান হয় তার পক্ষ হতে সে হতাশ হয়ে যায় পলায়ন করে। তাই আমাদের উচিৎ যে আমরাও প্রত্যেক পরিস্থিতিতে শয়তানকে নিরাশ করি এবং আল্লাহতাআলার স্বীকৃতি লাভে যারপরনাই সচেষ্ট থাকি এবং তাঁর আদেশানুযায়ী চলার চেষ্টা করি। নিজ নামাজের সুরক্ষা করে এবং যথাসময়ে আদায় করার চেষ্টারত থাকুন।

কোন কোন সময় কিছু মানুষ তড়িঘড়ি করে কোনও কথার গভীরে প্রবেশ না করেই নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করে দেয় এবং যার ফলে কিছু দুর্বলপ্রবৃত্তির মানুষের এ কারণে পদস্খলন ঘটে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- একটি ভোজসভায় আমি এক ব্যক্তিকে বাম হস্ত দিয়ে জল পান হতে বিরত করি। আমি তাকে বললাম যে,- ডান হস্ত দ্বারা জলপান করো যদি কোন বৈধ অজুহাত না থাকে তবে। তখন সেই ব্যক্তি বললো যে,- হযরত সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বাম হস্ত দ্বারা জলপান করতেন। অথচ হযরত সাহেবের এরূপ করার পশ্চাতে একটি কারণ ছিল এবং তা এই যে তিনি বাল্যকালে একবার পড়ে গেছিলেন যার ফলে তাঁর হস্তে আঘাত লেগেছিল এবং এতই দুর্বল হয়ে গেল যে সেই হস্তে গ্লাস তো তুলতে পারতেন কিন্তু মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হোত না কিন্তু সুন্নতের পালনের নিমিত্তে তিনি বাম হস্ত দ্বারা গ্লাস উঠাতেন কিন্তু নিম্নে ডান হস্তের অবলম্বন দিয়ে দিতেন। যাইহোক এই তড়িঘড়িই এক সময় ভুল ধরনের বিদাআতের সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ভুল ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করে মানুষ স্বয়ং ভূল পরিণামের উপসংহার টেনে দেয়।

আল্লাহর প্রতি ভরসা বা আস্থার প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হতে শ্রবনকৃত একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে,- তিনি (আঃ) বলতেন যে,- তুর্কির সুলতান আব্দুল হামীদ খানের একটি কথা আমার ভীষণ ভাল লাগে। যখন গ্রীস হতে যুদ্ধের প্রশ্ন তোলা হয় সুলতান আব্দুল হামীদ খানের বাসনা ছিল যুদ্ধ হোক কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীদের ইচ্ছা তা ছিল না তাই তিনি বহু অজুহাত উপস্থাপন করেন। শেষে তিনি বলেন যে, যুদ্ধের জন্য অমুক জিনিস প্রস্তুত আছে, এবং অমুক জিনিসও প্রস্তুত আছে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের উল্লেখ করে বলেন যে, অমুক জিনিসের ব্যবস্থা হতে পারেনি যা কিনা যুদ্ধের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন যে,- যখন মন্ত্রীমহদয়গণ তাদের পরামর্শ দান করে এবং সমস্যাবলী তুলে ধরেন যে অমুক বস্তুর ব্যবস্থা নেই তখন সুলতান আব্দুল হামীদ খান জবাব দেন যে, কোন ঘর খোদার জন্যও শূণ্য রাখা উচিৎ। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সুলতান আব্দুল হামীদ এর এই বাক্য হতে প্রচন্ড স্বাদ নিতেন এবং বলতেন যে, তার এই কথা আমার খুবই পছন্দনীয়। সুতরাং মোমিন ব্যক্তিদের নিজ চেষ্টাগুলির মধ্যে একটি ঘর খোদাতাআলার জন্যও ছেড়ে রাখা আবশ্যকীয়, প্রায়ই যুবকশ্রেণীর মস্তিষ্কে এ কথার উদ্রেক হতে থাকে উন্নতশীল জাতিগুলি খোদা হতে সরে গিয়ে হয়তো উন্নতি করছে এবং মুসলমানরা ধর্মের কারণে অধ:পতনের বা পশ্চাতপদতার শিকার হচ্ছে অথচ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান তার নীচতা ও খোদার উপর ভরসার বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার কারণে নিজেদের সুনাম হারিয়েছ এবং দুর্বলতার শিকার হচ্ছে এবং যেখানে তারা কোন কাজ করে সেখানেও দেখা যায় অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- কোরআন করীমের আয়াতে বর্ণিত আছে যে 'এবং আকাশে তোমাদের জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থাও নির্ধারিত আছে এবং যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি করা হয় তাও নির্ধারিত আছে'। তিনি বলেন যে,- এ হতে এক অবুঝই ধোঁকা খেতে পারে এবং বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতাকে রদ করে দেয়। মুসলমানরা মনে করে যে আল্লাহতাআলা বলে দিয়েছেন আকাশে তোমাদের রিজক বা সংস্থান আছে এবং যা তোমার সহিত অঙ্গীকার করা হয় তা দান করা হবে তাই কিছু করার প্রয়োজন নাই। আল্লাহতাআলা সবকিছু স্বয়ং পাঠিয়ে দেবেন। তিনি বলেন যে,- অথচ সুরা জুমআয় আল্লাহতাআলা বলেন যে,- তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে যাও এবং খোদার কৃপাকে অনুসন্ধান করো আর খোদার কৃপা ও মঙ্গল এখানেই আছে পরিশ্রমের সহিত তার অনুসন্ধান কর এবং নিজের কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার কর। বলেন যে,-কিছু মানুষ পদস্খলন করে উপকরণসেবী হয়ে যায় এবং কিছু মানুষ খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাবৃত্তিকে সামান্য জ্ঞান করতে থাকে। তিনি বলেন যে,- আঁ হযরত (সাঃ) যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিতেন। অশ্ব ও অস্ত্রও সাথে নিতেন বরং কোনও কোনও সময় দুটি বর্ম একত্রে পরিধান করে যেতেন তলোয়ারও কোমরে ঝুলাতেন অথচ ওদিকে খোদাতাআলা অঙ্গীকার করেছিলেন যে,- আল্লাহ তোমাকে মানুষের আক্রমণ হতে নিরাপদ রাখবেন। সুতরাং চেষ্টা-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে তারপর আস্থার আদেশ আছে।

এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে পরিশ্রম করার পর আস্থার আদেশ আছে, এছাড়া খোদার সাহায্য লাভ সম্ভব নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর উপর যে ঐশীবাণী হয় যে, 'বাদশাহ বা সম্রাট তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অনুসন্ধান করবে' এর একটি ভীষণ চমৎকার ব্যাখ্যা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) করেছেন, তিনি বলেন যে,- যখন সেই সময় উপস্থিত হবে যখন সম্রাট বা বাদশাহ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পোশাক হতে কল্যাণ বা আশিস অনুসন্ধান করবে তখন তাঁর সাহাবাগণ ও উত্তরাধিকারীগণ এবং তাদের উত্তরাধিকারীগণ হতেও তাদের পর্যায় বা মর্যাদা অনুযায়ী কল্যাণ অর্জন করা হবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহতাআলার নিকট দোয়া করতে থাকো যে শক্তি হস্তগত হওয়ার পর তোমরা যেন অত্যাচার বা অন্যায় করতে আরম্ভ না করে দাও। অতএব তোমরা আনন্দ উপভোগের সাথে সাথে অনুতাপ বা এসতেগফারও করতে থাকো এবং অন্যের জন্যও দোয়া করতে থাকো। (এটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আজ আমরা শান্তি ও শান্তিপ্রিয়র কথা বলতে থাকি, নিরাপত্তার কথা বলতে থাকি আর যখন সবকিছু প্রাপ্ত হয় যদি বাদশাহ আহমদী মুসলমান হয় ও আশিস অনুসন্ধান করবে তখন আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী প্রচার করা চাই, সে সময় ভালবাসা ও পেমের বাণী প্রসার করা উচিৎ আমাদের পক্ষ হতে নতুবা এসবকিছু বাধ্যবাধকতা হিসাবে রয়ে যাবে) বলেন যে,- এবং সেই দিন দূর নয় যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর এই ঐশীবাণী সম্পূর্ণ হবে কিন্তু তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বস্ত্র হতে তখনই কল্যাণ বা আশিস অনুসন্ধান করবে যখন তোমরা তাঁর (আঃ)এর রচনাবলী হতে কল্যাণ অনুসন্ধান করবে। তিনি (আঃ) বলেন যে,- যখন তোমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর গ্রন্থাবলী হতে কল্যাণ অনুসন্ধান করবে তখন খোদাতাআলা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যা কিনা তাঁর পোশাক হতে কল্যাণ অনুসন্ধান করবে। প্রচার হবে, প্রসার হবে সম্রাটদের অভিগমন হবে তখন তারা বস্ত্র হতে কল্যাণও অনুসন্ধান করবে। (এরপর হুযূর (আইঃ) প্রত্নসম্পদগুলির বা স্মৃতিচিহ্নগুলির সংরক্ষণের বিষয়ে পথনির্দেশনা দান করেন)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ হয়েছে সে বিষয়ে কিভাবে প্রাথমিক যুগে পুস্তক ছাপা হোত তার বর্ণনা দেব। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রতিলিপিকারীদের ছিদ্রান্বেষণও সহ্য করতেন এবং মাণ উন্নত রাখার আবেদন করতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এটি কদাপি পছন্দ ছিল না যে কোনও সাধারণ প্রতিলিপির দ্বারা পুস্তক লিখিয়ে নষ্ট করা কারণ এভাবে পুস্তকের মাণ মানুষের দৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে পড়ে। বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিজস্ব পুস্তকের প্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের বিশেষ চিন্তা প্রকাশ পেত আর এ হতে জানা যায় যে অপরের নিকট ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে যতটা সম্ভব উন্নত এবং সর্বত্তমভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে তা করা হোক এবং নিজেদের জ্ঞানের বৃদ্ধিকরণের জন্য চমৎকার রূপে ইসলামের শিক্ষা সম্মুখে আসে।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পুস্তকাবলী আমাদের বিশেষ করে পাঠ করার চেষ্টা করা উচিৎ তা হতেই আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং আমাদের তবলীগের আগ্রহও সৃষ্টি হবে এবং আমাদের জ্ঞানে বরকতও হবে এবং পৃথিবীকে আমরা ইসলামের পতাকাতলে আনয়নের উপযুক্ত হবো। অতএব যুবকশ্রেণীকে এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। তবেই বাদশাহ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে প্রকৃত গূঢ় মর্ম কার্যকরীরূপে সম্মুখে আসবে এবং এ সম্পর্কে বোধগম্যও হবো আমরা, ফলে আমরা তবলীগের উন্নত মাণও অর্জন করতে পারব। আল্লাহতাআলা এই কথাকে অনুধাবন করার আমাদের সকলকে সৌভাগ্য দান করুন।

খুতবা জুমআর শেষে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) তিনজনের মোকাররম চৌধুরী আব্দুল আজিজ সাহেব ডোগর (রাবওয়া) মোকাররমা ইকবাল নাসিম আজমত বট সাহেবা (মোকাররম গোলাম সরওয়ার বট সাহেবের স্ত্রী) এবং মোকাররমা মরীয়ম সিদ্দিকা সাহেবা (প্রয়াত মোহতরম কোরেশ মোহাম্মদ শফিহ আবেদ সাহেব দরবেশ এর স্ত্রী) তাঁদের পুণ্য কাজের ও সেবার উল্লেখ করে জানাজা গায়েবের নামাজের ঘোষণা দেন ।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 15th January, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA